প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণ

মূল পাতা | যোগাযোগ | লগ-ইন করুন | নিবন্ধিত হোন

ঢাকা, মঙ্গলবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৭, ৩ আশ্বিন ১৪১৪, ৫ রমজান ১৪২৮
বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩১১, আপডেট : বাংলাদেশ রাত ২টা ৫৫ মিনিট

এ সংখ্যায় থাকছে
প্রথম পাতা
শেষ পাতা
সম্পাদকীয়/উপসম্পাদকীয়
খোলা কলম
সারা দেশ
বিশাল বাংলা
সারা বিশ্ব
খেলাধুলা
বিনোদন
পড়াশোনা
কম্পিউটার প্রতিদিন
চিঠিপত্র
অর্থ ও বাণিজ্য
মহানগর
ফিচার পাতা
আলোকিত চট্টগ্রাম
নকশা
বিবিধ
আরো যা আছে
সকল ফিচার পাতা
পুরনো সংখ্যা
আমাদের কথা
বাংলা না এলে

শেষ পাতা

সংবাদ শিরোনাম | আগের সংবাদ | পরের সংবাদ

ইফতার

দায়িত্ব পালনের ফাঁকে পুলিশের সাদামাটা ইফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক

যে যেখানেই থাক ইফতারের আগে বাসায় যাওয়া চাই। তাই ইফতারকে কেন্দ্র করে ইফতারির বাজারে সামনে যেমন ভিড়, এর চেয়েও বেশি ভিড় থাকে রাস্তায়। সন্ধ্যা ছয়টার পরে মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে আসার পরও রাস্তায় যানজট। ঘরমুখো লোকজনের বহনকারী যানগুলোকে পথ দেখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালনকারী ট্রাফিক পুলিশদের বাধ্য হয়েই দাঁড়িয়ে থাকতে হয় রাস্তায়। দুই ভাগে ভাগ হয়ে তাঁরা কেউ যান ইফতার সারতে, কেউ পালন করে যান দায়িত্ব।

এ সময় চাপটাও থাকে বেশি, তাই ইফতারের আয়োজনেরও সুযোগ থাকে না অধিকাংশ সময়। আর কেন্দ্রীয়ভাবেও পুলিশের ইফতারের কোনো ব্যবস্থা করা হয় না। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রমজান মাসে ইফতারের জন্য পুলিশের সরকারি কোনো অর্থ বরাদ্দ নেই। তাঁরা নিজের টাকায় ইফতার করে থাকেন।

গতকাল সোমবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে কথা হয় কয়েকজন পুলিশ সদস্যের সঙ্গে। তাঁরা জানান, ওই এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন ১২ জন পুলিশ সদস্য। প্রত্যেকেই ১৫ টাকা করে চাঁদা দিয়ে একসঙ্গে ইফতার করেন। সামান্য এই অর্থের একটা বড় অংশই চলে যায় পানি কিনতে। একজন পুলিশ সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দুই বোতল পানি কিনতেই ৫০ টাকা শেষ। বাকি টাকায় যা ইফতারি পাওয়া যায় প্রত্যেকে দুই মুঠ নিতেই তা ফুরিয়ে যায়।

সোনারগাঁও ক্রসিংয়ের সার্ক ফোয়ারা বেদিতে কয়েকজন সার্জেন্ট ও ট্রাফিক কনস্টেবল ১০ টাকা করে চাঁদা দিয়ে একত্রে ইফতার করেন। ইফতারের সময় প্রথম আলোর ফটোসাংবাদিক তাঁদের ছবি তুলতে গেলে কেউ কেউ আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'ভাই ইফতারির যে অবস্থা এই ছবি তোলা ঠিক হবে না। ছবি পত্রিকায় ছাপা হলে আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখ দেখানো যাবে না।' এখানে ইফতারের সময় একসঙ্গে সবাই পানি মুখে দিলেও বসে ইফতারি খেতে পারেন না। কেউ কেউ ইফতারি করেন। অন্যরা গাড়ি চলাচলব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন।

তবে বিভিন্ন বাজার এলাকায় দায়িত্ব পালনকারী পুলিশদের পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। প্রায় সময়ই ব্যবসায়ীরা ইফতারে তাঁদের সঙ্গী করে নেন।

এ পর্যন্ত পড়েছেন
২২৬৯৮৬
জন পাঠক

নিউ মার্কেটের সামনে দায়িত্ব পালন করা তিনজন পুলিশ কনস্টেবল জানান, প্রথম দিন তাঁরা নিজেরাই দশ টাকা করে দিয়ে ইফতার করেছেন। কিন্তু এখন আর নিজের টাকায় ইফতার করতে হয় না। অনেক দোকান মালিক ইফতারের আগে তাঁদের দাওয়াত দেন। একই কথা বলেছেন কারওয়ান বাজারের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা টহল পুলিশের সদস্যরা।

ট্রাফিক পুলিশের পশ্চিম বিভাগের উপকমিশনার আওলাদ আলী ফকির জানান, ট্রাফিক পুলিশের জন্য সরকারি বরাদ্দ না থাকলেও পুলিশের বিভিন্ন তহবিল থেকে প্রত্যেক সদস্যের জন্য ১০ টাকা করে বরাদ্দ রয়েছে।

+ সংবাদ শিরোনাম | প্রিন্ট করুন | ? বাংলা না এলে

Home | About Us | Feedback | Contact

Best viewed at 1024 x 768 pixels and IE 5.5 & 6

Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.
News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.
Phone: (PABX) 8802-8110081, 8802-8115307-10, Fax: 8802-9130496, E-mail : info@prothom-alo.com

Copyright 2005, All rights reserved by **Prothom-Alo.com**
Privacy Policy | Terms & Conditions